মসজিদে বিস্ফোরণে হতাহত: ক্ষতিপূরণ চেয়ে রিটের আদেশ কাল

নারায়ণগঞ্জের ফতুল্লার পশ্চিম তল্লা এলাকার বায়তুস সালাত মসজিদে বিস্ফোরণের ঘটনায় হতাহত প্রত্যেকের পরিবারকে ৫০ লাখ টাকা ক্ষতিপূরণ চেয়ে হাইকোর্টে করা রিট আবেদনের আদেশের জন্য আগামীকাল বুধবার (৯ সেপ্টেম্বর) দিন ধার্য করেছেন আদালত।

সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী নারায়ণগঞ্জের বাসিন্দা ব্যারিস্টার মার-ই-য়াম খন্দকার গতকাল সোমবার এ রিট আবেদন করেন। এতে বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব, স্বরাষ্ট্র সচিব, নারায়ণগঞ্জের মেয়র, তিতাস গ্যাসের ব্যবস্থাপনা পরিচালক, নারায়ণগঞ্জের জেলা প্রশাসক ও এসপিসহ সাতজনকে বিবাদী করা হয়।

গত ৪ সেপ্টেম্বর শুক্রবার রাত সাড়ে ৮টার দিকে নারায়ণগঞ্জের ফতুল্লার পশ্চিম তল্লা এলাকার বায়তুস সালাত জামে মসজিদে বিস্ফোরণে অগ্নিদগ্ধ হন ৩৭ জন মুসল্লি। শেখ হাসিনা জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইউনিটে তাদের ভর্তি করা হয়। সেখানে এ পর্যন্ত ২৭ জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে। চিকিৎসাধীন দগ্ধ ১০ জনের অবস্থাও আশঙ্কাজনক।

এনিয়ে বিভিন্ন জাতীয় দৈনিকে প্রকাশিত প্রতিবেদন ৬ সেপ্টেম্বর বিচারপতি জে বি এম হাসানের নেতৃত্বাধীন হাইকোর্ট বেঞ্চের নজরে আনেন। তিনি নিহত ও আহতদের প্রত্যেকের পরিবারের জন্য ৫০ লাখ টাকা করে ক্ষতিপূরণ ও দায়ীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে স্বতপ্রণোদিত নির্দেশনা জারির জন্য আবেদন জানান। তবে আদালত স্বতপ্রণোদিত আদেশ না দিয়ে ওই আইনজীবীকে লিখিতভাবে আবেদন (রিট আবেদন) করার পরামর্শ দেন।

এ অবস্থায় হাইকোর্টের সংশ্লিস্ট শাখায় রিট আবেদন দাখিল করা হয়। এরপর আবেদনটি সংশ্লিষ্ট আদালতে উপস্থাপন করেন অ্যাডভোকেট তৈমুর আলম খন্দকার।

রিট আবেদনে বলা হয়, মসজিদ পরিচালনা কমিটি ও স্থানীয় বাসিন্দারা গ্যাস লাইনের লিকেজের বিষয়টি তিতাস গ্যাস কর্তৃপক্ষের নজরে আনেন। কিন্তু তিতাস গ্যাসের স্থানীয় কার্যালয়ের কর্মকর্তারা ৫০ হাজার টাকা দাবি করে লাইন মেরামতের জন্য। সংশ্লিষ্টদের অবহেলার কারণেই

এই দুর্ঘটনা ঘটেছে।

সূত্র- কালের কন্ঠ

মৎস্যজীবীদের জন্য আরও ৪৩৯ মেট্রিক টন চাল বরাদ্দ

২০২০-২১ অর্থবছরে কাপ্তাই হ্রদে মৎস্য আহরণ বন্ধ করায় মৎস্যজীবীদের জন্য আরও ৪৩৯.১২ মেট্রিক টন ভিজিএফ চাল বরাদ্দ করেছে সরকার। মানবিক খাদ্য সহায়তা কর্মসূচির আওতায় এই চাল বরাদ্দ করা হয়।

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের জনসংযোগ কর্মকর্তা এতথ্য নিশ্চিত করেছেন।

কাপ্তাই হ্রদের তীরবর্তী রাঙামাটি ও খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার ১০টি উপজেলায় মৎস্য আহরণে বিরত থাকা ২১ হাজার ৯৫৬টি জেলে পরিবারকে জুলাই মাসের জন্য ২০ কেজি হারে চাল বরাদ্দ করা হয়েছে।

০৭ সেপ্টেম্বর রাঙামাটি ও খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার জেলা প্রশাসকদের অনুকূলে এ সংক্রান্ত মঞ্জুরী আদেশ জারি করেছে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়।

ভিজিএফ চাল ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২০ তারিখের মধ্যে উত্তোলন ও সংশ্লিষ্টদের মাঝে বিতরণ সম্পন্ন করার জন্য জেলা প্রশাসকদের নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া কার্ডধারী জেলে ছাড়া অন্য কাউকে ভিজিএফ দেওয়া যাবে না মর্মেও বরাদ্দ আদেশে নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

এর আগে, ২০১৯-২০ অর্থবছরে ১০টি উপজেলায় মে-জুন দুই মাসের জন্য সরকার ২২ হাজার ২৪৯টি মৎস্যজীবী পরিবারকে প্রতি মাসে ২০ কেজি হারে ৮৮৯.৯৬ মেট্রিক টন ভিজিএফ সহায়তা প্রদান করেছে।

বরাদ্দপ্রাপ্ত উপজেলা হলো রাঙামাটি জেলার সদর, লংগদু, বাঘাইছড়ি,

নানিয়ারচর, কাপ্তাই, বিলাইছড়ি, জুরাছড়ি, বরকল এবং খাগড়াছড়ি জেলার মহালছড়ি ও দিঘীনালা।

উল্লেখ্য, প্রতিবছর মে থেকে জুলাই মাস পর্যন্ত কাপ্তাই হ্রদে সকল ধরনের মৎস্য আহরণ নিষিদ্ধ থাকে।

সূত্র- বিডি প্রতিদিন

বাজেট অনুযায়ী মূল্য বৃদ্ধি হয়নি কোন জর্দার -গবেষণা ফলাফল প্রকাশ

বাংলাদেশের প্রায় সকল জর্দা ফ্যাক্টরী ২০২০-২১ অর্থবছরের বাজেট উপেক্ষা করে জর্দা বাজারজাত করছে। উপরন্তু, মাথাপিছু আয় ও মুদ্রাস্ফ্রীতি অনুযায়ী জর্দার দাম বাড়ানো হয়নি বিধায় এ বাজেট জর্দ্দার বাজার এবং বিক্রতাদের ওপর কোনো প্রভাব ফেলেনি। সম্প্রতি “বাজেট পরর্বতী জর্দ্দার মূল্য বৃদ্ধি” সংক্রান্ত এক গবেষণায় এমন তথ্য উঠে এসেছে।

সোমবার বেলা ১১টায় মিটিং সফটওয়্যার জুমের মাধ্যমে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে গবেষণা ফলাফল প্রকাশ করা হয়।

২০২০-২১ অর্থবছরের বাজেট পাশ হবার ৩০ দিন পর উদ্দেশ্যমূলকভাবে দেশের ৬টি জেলা (ঢাকা, খুলনা, বরিশাল, ময়মনসিংহ, ঝিনাইদহ ও মেহেরপুর) শহরের মূল পাইকারি বাজারের পাইকারি দোকান হতে একই সময়ে এই গবেষণার তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। জর্দ্দার বর্তমান বিক্রয় মূল্য ও বাজেট পূর্ববর্তী বিক্রয় মূল্য নিয়ে করা এ গবেষণায় মোট ১২৫টি জর্দ্দার তথ্য সংগ্রহ করা হয়।

গবেষণার ফলাফলে বলা হয়েছে, বাজেটের আগে যে মূল্য ছিল বাজেটের পরেও অধিকাংশ জর্দ্দার ক্ষেত্রেই পূর্বের মূল্য বহাল রয়েছে। বাজেটের পরবর্তী সময়ে মাত্র ০.৪৩ শতাংশ জর্দ্দার মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে।

অপরদিকে যে কয়েকটি জর্দ্দার মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে, সেগুলো পূর্বের মূল্য থেকে মাত্র ১ থেকে ২টাকা পর্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছে। মাত্র কয়েকটিতে এই বৃদ্ধির পরিমাণ ছিল ৫টাকা। গড়ে এই দাম বৃদ্ধির হার মাত্র ১.৭২ টাকা। বর্তমান মুদ্রাস্ফীতিতে ১ টাকা, ২ টাকা, ৫ টাকা, ১০ টাকা বাস্তবে ক্রেতাদের উপর কোন প্রভাবই ফেলতে পারে না।

গবেষণায় আরো দেখা গেছে, পাসকৃত বাজেট মূল্য অনুযায়ী জর্দ্দা বিক্রয়ের হার ০%। অর্থাৎ, সংগ্রহকৃত ১২৫টি জর্দ্দার কোনটিই ২০২০-২১ অর্থ বছরে পাশকৃত বাজেটে উল্লেখকৃত মূল্যে বিক্রয় করা হচ্ছে না। সুতরাং এ ফলাফলে এটিই প্রতীয়মাণ হয় যে, মূলত জর্দ্দার বাজারে বাজেটের কোনই প্রভাব পড়েনি, এমনকি প্রভাব পরেনি বিক্রেতাদের উপরও । তবে, বাজেট অনুযায়ী মূল্য বৃদ্ধি করা হলে তা রাজস্ব বোর্ডের কর বৃদ্ধিতে সহায়ক হতো। এবং পাশাপাশি ভোক্তাদের ব্যবহারেও প্রভাব ফেলতে পারতো।

বাজেট অনুযায়ী ৫ গ্রাম জর্দ্দার মূল্য ২০ টাকা হওয়ার কথা থাকলেও বাজারে প্রাপ্ত এসকল জর্দ্দার মূল্য ছিল ৩ টাকা থেকে ১৬ টাকা। পাশাপাশি বাজেট অনুযায়ী ১০ গ্রাম জর্দ্দার মূল্য ৪০ টাকা হওয়ার কথা থাকলেও বাজার ঘুরে দেখা যায় অধিকাংশ ১০ গ্রাম জর্দ্দা বিক্রয় করা হচ্ছে ৮ টাকা থেকে ২০ টাকায়। একই চিত্র প্রায় সকল জর্দ্দার ক্ষেত্রেই। ফলে বাজেটে ধোঁয়াবিহীন তামাকের মূল্য বৃদ্ধি করা হলেও বাস্তবে তা মানা হচ্ছে না। এর প্রধান কারণ ধোঁয়াবিহীন তামাকের সঠিক মনিটরিং ব্যবস্থা না থাকা বলেও গবেষণায় উঠে এসেছে।

গবেষণা প্রতিবেদনে পরিস্থিতির উন্নয়নে বেশকিছু সুপারিশ করা হয়েছে। সুপারিশগুলো হলো: ধোঁয়াবিহীন তামাকপণ্যের রাজস্ব বৃদ্ধি এবং রাজস্ব আদায়ে মনিটরিং ব্যবস্থা জোরদার করা; সঠিক মনিটরিং এর জন্য ধোঁয়াবিহীন তামাকপণ্যকে স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজিং-এর আওতায় আনা; রাজস্ব ফাঁকি রোধে প্রতিটি ধোঁয়াবিহীন তামাকপণ্য বারকোড পদ্ধতিতে কর আদায়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করা; ধোঁয়াবিহীন তামাকপণ্যের সর্বনিন্ম ওজন ও সর্বনিন্ম মূল্য নির্ধারণ করে দেওয়া; নির্ধারিত মূল্যে পণ্য বিক্রয় করা না হলে কোম্পানির বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা। এছাড়া মনিটরিং ব্যবস্থা জোরদার করতে এবং সঠিক পদ্ধতিতে কর আদায় করতে প্রতিটি এলাকায় তামাকপণ্যের পরিবেশককে টার্গেট করে ছোট-বড় সকল তামাক কোম্পানিকে তালিকাভুক্ত করা; তালিকা অনুযায়ী অনিবন্ধিত তামাক কোম্পানিকে নিবন্ধনের জন্য নিদির্ষ্ট সময় বেঁধে দেওয়া এবং

নিদির্ষ্ট সময় পরপর নিবন্ধন রি-ইস্যু বাধ্যতামূলক করা; নিদির্ষ্ট সময়ের মধ্যে যেসকল তামাক কোম্পানি নিবন্ধন না করবে তাদের পন্য ধ্বংস ও বাজেয়াপ্ত করা, সেই সাথে তাদেরকে অর্থদন্ড ও কারাদন্ডের মাধ্যমে শাস্তির ব্যবস্থা করা; নিবন্ধনে উল্লেখিত ব্র্যান্ড বাদে অন্য কোন ব্র্যান্ড বাজারে পেলে এবং নিবন্ধনে উল্লেখিত এলাকা বাদে অন্য এলাকায় ঐ পণ্য পেলে সেই পণ্য ধ্বংস ও বাজেয়াপ্ত করা, সেই সাথে তাদেরকে অর্থদন্ড ও কারাদন্ডের মাধ্যমে শাস্তির ব্যবস্থা করা, প্রয়োজনে কোম্পানির লাইসেন্স বাতিল করার সুপারিশ করা হয়েছে।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সাবেক চেয়ারম্যান ড. মো. নাসির উদ্দিন আহমেদ এর সভাপতিত্বে সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন নাটাব এর নির্বাহী পরিচালক মো. কামাল উদ্দিন, অর্থনৈতিক গবেষণা ব্যুরো’র প্রকল্প সমন্বয়কারী অধ্যাপক ড. রুমানা হক, বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোটের সমন্বয়কারী সাইফুদ্দিন আহমেদ, তামাক বিরোধী নারী জোটের সমন্বয়কারী ফরিদা আখতার, দি ইউনিয়নের কারিগরী পরামর্শক এড. সৈয়দ মাহবুবুল আলম প্রমূখ।

সংবাদ সম্মেলনে গবেষণা ফলাফল উপস্থাপন করেন টিসিআরসি’র প্রোগ্রাম ম্যানেজার ফারহানা জামান লিজা এবং সঞ্চালনা করেন টিসিআরসি’র সদস্য সচিব ও সহযোগী অধ্যাপক মো. বজলুর রহমান। মেহেরপুর প্রতিদিনের সম্পাদক ইয়াদুল মোমিন, এইড বাংলাদেশের প্রতিনিধি তৌহিদ উদ দৌলা রেজা অংশগ্রহণ করেন।

এইড ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ নেটওয়ার্ক ফর টোব্যাকো ট্রাক্স পলিসি, গ্রাম বাংলা উন্নয়ন কমিটি, জাতীয় যক্ষা নিরোধ সমিতি, ওয়ার্ক ফর এ বেটার বাংলাদেশ ট্রাস্ট ও টোব্যাকো কন্ট্রোল অ্যান্ড রিসার্চ সেল-ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি যৌথভাবে এ গবেষণা পরিচালনা করে।

গাংনীতে আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা: এম রিয়াজুল আলম বলেন, রোগীর শারীরিক অবস্থা বিবেচনায় সর্প দংশনের বিষয়টি মাথায় রেখে এন্টি ভেনম দেওয়ার জন্য মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে রেফার্ডের সিদ্ধান্ত হয়। রেফার্ড প্রক্রিয়া করার মধ্যেই তার মৃত্যু হয়।

৭৪ বার পেছাল সাগর-রুনি হত্যা মামলার প্রতিবেদন

সাংবাদিক দম্পতি সাগর-রুনি হত্যা মামলার তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলের দিন ৭৪ বার পিছিয়েছে।

আজ মঙ্গলবার (৮ সেপ্টেম্বর) ঢাকা মহানগর হাকিম মিল্লাত হোসেনের আদালত প্রতিবেদন দাখিলের জন্য আগামী ১৪ অক্টোবর নতুন দিন ধার্য করেছেন।

আজ মামলার তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলের জন্য দিন ধার্য ছিল। কিন্তু মামলার তদন্ত সংস্থা র্যাব প্রতিবেদন দাখিল করেনি। এজন্য আদালত নতুন এ দিন ধার্য করেন।

২০১২ সালের ১১ ফেব্রুয়ারি মাছরাঙা টেলিভিশনের বার্তা সম্পাদক সাগর সরওয়ার ও এটিএন বাংলার জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক মেহেরুন নাহার ওরফে মেহেরুন রুনি দম্পতি রাজধানীর পশ্চিম রাজাবাজারে নিজ বাসায় খুন হন।

চাঞ্চল্যকর ওই হত্যাকাণ্ডের পর নিহত রুনির ভাই নওশের আলম রোমান রাজধানীর শেরেবাংলা নগর থানায় হত্যা মামলা করেন। শেরে বাংলা নগর থানা পুলিশ প্রথমে মামলাটি তদন্ত করে। চারদিনে কোনো রহস্য উদঘাটন করতে না পারায় মামলার তদন্ত পরে মহানগর গোয়েন্দা পুলিশের (ডিবি) হস্তান্তর করা হয়। দুই মাসেরও বেশি সময় তদন্ত করে ডিবি পুলিশ। কিন্তু তারাও রহস্য উদঘাটনে ব্যর্থ হয়।

পরে হাইকোর্টের নির্দেশে ২০১২ সালের ১৮ এপ্রিল র্যাব তদন্তভার

গ্রহণ করে। গত আট বছরেরও বেশি সময়ে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করতে পারেনি কোনো সংস্থা। এমনকি এই হত্যাকাণ্ডের কোনো রহস্যই উদঘাটন করতে পারেনি।

সূত্র- কালের কন্ঠ

বীরশ্রেষ্ঠ মোস্তফা কামালের মা মালেকা বেগম। ফাইল ছবি

বীরশ্রেষ্ঠ মোস্তফা কামালের মা মালেকা বেগম মারা গেছেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। তার বয়স হয়েছিল ৯৬ বছর।

মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ৭টার পর ভোলা সদর উপজেলার আলীনগর ইউনিয়নের মৌটুপি গ্রামে নিজের বাড়িতে তার মৃত্যু হয়।

বীরশ্রেষ্ঠ মোস্তফা কামালের ভাতিজা সেলিম আহমেদ সংবাদমাধ্যমকে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

জানা গেছে, মালেকা বেগম দীর্ঘদিন ধরেই কিডনি জটিলতা, রক্তশূন্যতাসহ বার্ধক্যজনিত বিভিন্ন সমস্যায় ভুগছিলেন। গত আগস্টে তাকে হেলিকপ্টারে ঢাকার সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে নিয়েও চিকিৎসা দিতে হয়েছিল।

সেখান থেকে গত ৩ সেপ্টেম্বর ভোলার বাড়িতে ফেরেন মালেকা বেগম। তার পাঁচ দিনের মাথায় তিনি না ফেরার দেশে চলে গেলেন।

বিকালে আসরের নামাজের পর স্থানীয় বীরশ্রেষ্ঠ ঈদগাহ মাঠে জানাজা শেষে পারিবারিক কবরস্থানে মালেকা বেগমকে দাফন করা হবে বলে জানান সেলিম আহমেদ।

সূত্র- যুগান্তর

[redacted]

[redacted]

সূত্র- যুগান্তর

মালয়েশিয়ায় বাংলাদেশের নতুন হাইকমিশনার গোলাম সারওয়ার

বর্তমানে ওমানে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মো. গোলাম সারওয়ারকে মালয়েশিয়ায় হাইকমিশনার হিসেবে নিয়োগ দিয়েছে সরকার।

তিনি ১০ম বিসিএস’র মাধ্যমে পররাষ্ট্র ক্যাডারে যোগদান করেন।

তিনি তার কূটনীতি পেশায় ইয়াংগুন, কুয়ালালামপুর, কাঠমান্ডু, ওয়াশিংটন ডিসি ও জেদ্দায় বাংলাদেশ মিশনে বিভিন্ন দায়িত্ব নিয়োজিত ছিলেন।
ওমানের বর্তমান দায়িত্বের আগে তিনি সুইডেনে রাষ্ট্রদূতের পাশাপাশি নরওয়ে, ডেনমার্ক, ফিনল্যান্ড এবং আইসল্যান্ডেও দায়িত্ব পালন করেন।

এছাড়াও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে তিনি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া বিষয়ক পরিচালকসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন।

গোলাম সারওয়ার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে হিসাব বিজ্ঞান বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন। ব্যক্তি জীবনে তিনি বিবাহিত ও দুই পুত্র সন্তানের জনক।

সূত্র- বিডি প্রতিদিন

সামরিক অভিধান থেকে ‘মার্শাল

ল’ শব্দটি বাদ দিন

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ‘সামরিক অভিধান’ থেকে ‘মার্শাল ল’ শব্দটি বাদ দেয়ার আহ্বান জানিয়ে বলেছেন, এটা দেশ ও সশস্ত্র বাহিনীর কোনো কল্যাণ বয়ে আনতে পারে না।

এছাড়া পদোন্নতির ক্ষেত্রে যেন মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাসীরা দায়িত্ব পায় সেদিকেও খেয়াল রাখতে বলেছেন প্রধানমন্ত্রী। সোমবার আর্মড ফোর্সেস সিলেকশন বোর্ড মিটিং ২০২০-এ তিনি এ কথা বলেন।

শেখ হাসিনা বলেন, ‘মার্শাল ল’ রক্তপাত ছাড়া দেশ ও সশস্ত্র বাহিনীর কোনো কল্যাণ বয়ে আনতে পারে না। তাই ‘সামরিক অভিধান’ থেকে আমাদের ‘মার্শাল ল’ শব্দটি বাদ দেয়া উচিত।

জিয়াউর রহমানের সামরিক শাসনামলের ১৯টি ক্যুর কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, ওই সময়ে বহু সামরিক কর্মকর্তা ও সৈনিককে হত্যা করা হয়।

তিনি বলেন, ‘সামরিক স্বৈরশাসক জিয়াউর রহমানের আমলে সশস্ত্র বাহিনীর এত বিপুলসংখ্যক কর্মকর্তা ও সৈন্যকে হত্যা করা হয়েছে যে যুদ্ধেও এত বিপুলসংখ্যক সৈন্য নিহত হয়নি। আমরা (সশস্ত্র বাহিনীতে) আর কোনো ছেলেহারা পিতা বা পিতাহারা ছেলের কান্না শুনতে চাই না।’

প্রধানমন্ত্রী এদিন সকালে তার সরকারি বাসভবন গণভবন থেকে ভার্চুয়াল সভায় বক্তব্য দেন। তিনি বলেন, ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট হত্যাকাণ্ডের পর একের পর এক ক্যুর কারণে সশস্ত্র বাহিনী সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

শেখ হাসিনা বলেন, এসব ক্যুর নামে আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সশস্ত্র বাহিনীর অনেক সদস্যকে বর্বরোচিতভাবে হত্যা করা হয়।

তিনি বলেন, ‘সেনা ও বিমানবাহিনীতে সবচেয়ে বেশি রক্তপাত হয় এবং আমাদের বহু স্বামীহারা বিধবা ও পুত্রহারা মা-বাবার কান্না শুনতে হয়েছে।’ সশস্ত্র বাহিনীর আধুনিকায়ন ও একে সময়োপযোগী করে গড়ে তোলা তার সরকারের লক্ষ্য বলে প্রধানমন্ত্রী পুনর্ব্যক্ত করেন।

তিনি আরও বলেন, সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যরা আমাদের পরিবারের সম্মানিত সদস্য। তারা আমাদের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের প্রতীক।

এই বাহিনীকে আরও আধুনিক ও সময়োপযোগী হিসেবে গড়ে তোলা আমাদের লক্ষ্য এবং এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে আমরা কাজ করে যাচ্ছি।’

এ প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী তার সরকারের গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপের কথা তুলে ধরেন। তার সরকার দেশের সুরক্ষা এবং কষ্টার্জিত স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষায় সশস্ত্র বাহিনীকে আরও সুসজ্জিত করার লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে।

প্রধানমন্ত্রী সশস্ত্র বাহিনীর সিনিয়র কর্মকর্তাদের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেন, সবার মধ্যে যাতে আস্থা বৃদ্ধি পায়, সেজন্য ন্যায্যতার ভিত্তিতে পদোন্নতি দিন। আমি জানি, পোস্ট সীমিত বলে বহু লোক এর জন্য যোগ্য হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।

তবু সবাইকে পদোন্নতি দেয়া সম্ভব হবে না। তা সত্ত্বেও যারা পদোন্নতির জন্য সত্যিকারের যোগ্য তাদেরই পদোন্নতি নিশ্চিত করা উচিত।

তিনি বলেন, মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাস ও দেশপ্রেমের পাশাপাশি বাংলাদেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও উন্নয়নে বিশ্বাসীদের দায়িত্ব প্রাপ্তি নিশ্চিত করুন, যাতে তারা আগামী দিনে দেশকে সঠিক দিকে নিয়ে যেতে পারে।

দেশের উন্নয়ন প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী সংশ্লিষ্ট সবাইকে কম প্রয়োজনীয় খরচ বাদ দিয়ে শুধু অতি জরুরি ব্যয় করতে অনুরোধ জানান।

তিনি বলেন, আমরা করোনাকালে শুধুমাত্র অতি প্রয়োজনীয় খাতে ব্যয় করব এবং কম গুরুত্বপূর্ণ খাতে কোনো খরচ করব না। আর এভাবেই আমরা আবার সুদিন ফিরিয়ে আনব।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, করোনভাইরাস প্রাদুর্ভাবের ফলে রেমিটেন্স হ্রাস পাবে বলে অনেক মহলের আশঙ্কা সত্ত্বেও বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ এখন ৩৯.৪ বিলিয়ন ডলারে দাঁড়িয়েছে।

তিনি বলেন, সরকার এ লক্ষ্যে প্রবাসীদের জন্য প্রণোদনা ঘোষণা করার কারণে দেশে পর্যাপ্ত পরিমাণ রেমিটেন্স রয়েছে।

এ সময় গণভবনে প্রধানমন্ত্রীর নিরাপত্তা উপদেষ্টা মেজর জেনারেল (অব.) তারিক আহমেদ সিদ্দিক, মুখ্য সচিব ড. আহমদ কায়কাউস ও সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের প্রিন্সিপাল স্টাফ অফিসার লে. জে.

মাহফুজুর রহমান এবং প্রধানমন্ত্রীর প্রেস সচিব ইহসানুল করিম উপস্থিত ছিলেন।

চিফ অব নেভাল স্টাফ অ্যাডমিরাল মোহাম্মদ শাহীন ইকবাল নৌবাহিনীর সদর দফতর থেকে এবং চিফ অব এয়ার স্টাফ এয়ার চিফ মার্শাল মসিহুজ্জামান সেরনিয়াবাত বিমানবাহিনীর সদর দফতর থেকে অনুষ্ঠানে অংশ নেন।